(দা'ওয়াতে ইসলামী)

ফয়যানে সুলতান বা'হু رَحمةُ اللهِ تعالٰی علیه

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
[দা'ওয়াতে ইসলামী]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আমার উপর দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার আমার শাফায়াত (সুপারিশ) নসীব হবে।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাঞ্জাব প্রদেশে যে সমস্ত সুফিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আপন ইলম ও আমল এবং সৎ চরিত্রের মাধ্যমে হাজারো মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করিয়েছেন তাদেরকে কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে তাদের অন্তরকে ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষাকে ব্যাপক প্রসাব করেছেন এবং **আল্লাহ**র সৃষ্টির নিকট উপকার পৌঁছিয়েছেন তাদের মধ্যে একজন

(১) (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩১২ হাদীস ৯৯১)

উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন সূফি বুযুর্গ বুরহানুল ওয়াসেলীন, শামসুস সালেকীন, সুলতানুল আরেফীন হযরত খাজা সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও। এই কারণে তাঁর ইন্তিকালের শতশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আজও তাঁর নাম জীবিত ও দ্বীপ্তমান রয়েছে। আসুন! বরকত অর্জন এবং রহমত লাভের জন্য তাঁর উত্তম আলোচনা শ্রবণ করি এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার উপর আমলের স্পৃহা তৈরি করি।

নাম ও বংশ

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নাম সুলতান বা'হু। সূফিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর নিকট তিনি সুলতানুল আরেফীন উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাঁর সম্পর্ক আওয়ান গোত্রের সাথে তাঁর বংশগত শাজারা হলো "সুলতান বা'হু বিন বা'যিদ মুহাম্মদ বিন ফাতাহ মুহাম্মদ বিন আল্লাহ দিত্তা"। যার পূর্ব পুরুষ আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم পর্যন্ত পৌঁছেছে।[১]

আ'ওয়ান বলার কারণ

কারবালার ঘটনার পর যখন নবী পরিবারের উপর জুলুম ও অত্যাচারের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে এবং বিভিন্ন ঘটনা সামনে আসে, তখন তারা ইরান ও তুর্কিস্থানের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করা

(১) (বাহু আইন ইয়া হো, ১০১ - ১০৫ পৃষ্ঠা)

শুরু করে দিল। আ'ওয়ান গোত্র যেহেতু আলাবী[১] হওয়ার কারণে সাদাতে কেরাম (আওলাদে রাসূলের) নিকটবর্তী ছিল। তাই তারা ঐ দারিদ্র, অসহায় এবং বিপদগ্রস্থদের বিদেশে সাদাতে কিরামকে (আওলাদে রাসূলেকে) সাহায্য করেন এবং তাঁদের সাথী ও সহায়ক হয়ে যান। এই কারণে তাদেরকে আ'ওয়ান (তথা আওলাদে বনী ফাতেমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর সাহায্যকারী) বলা হয়ে থাকে।[২]

আ'ওয়ান গোত্রের হিন্দুস্তানে আগমন

আব্বাসীয়া খিলাফতের শেষ যুগে আ'ওয়ান গোত্র হিন্দুস্থানের দিকে হিজরত করেন এবং সুন সাকীসর (জিলা হুশাব) অবস্থান করেন। আর এর আশেপাশের এলাকাতে আবাদ হয়ে যায়। তাদের বিরাট সংখ্যা আজও সুন সাকীসর উপত্যকায় আবাদ হয়েছে।[৩]

তাঁর পিতা-মাতা

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতার নাম হযরত বা'যিদ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও সম্মানিত মাতার নাম

---

(১) আলাবী হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ঐ আওলাদকে বলা হয়, যে খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ছাড়া ও অন্যান্য স্ত্রী হতে জন্মলাভ করেছেন।

(২) (মানাকিবে সুলতানী, ১৬ পৃষ্ঠা)

(৩) (আবয়াতে সুলতান বা'হু, ১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত বিবি রা'স্তি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا হযরত বা'যিদ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নেককার, পরহেযগার শরীয়াতের অনুসারী এবং হাফিজে কুরআন হওয়ার সাথে সাথে দিল্লী মুঘল সাম্রাজ্যের এক বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিবি রা'স্তি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا কে বিবাহ করেন যিনি বেলায়তের উচ্চ মার্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুন সাকীসর গ্রামের এক পাহাড়ী অঞ্চলে নদীর কিনারায় ইবাদত ও রিয়াজত ব্যস্ত থাকতেন। একজন ওলীয়্যার (মহিলা ওলীর) নিদর্শন দ্বারা ঐ জায়গা আজও পরিচিত ও নিরাপদ রয়েছে।(১)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খোদাভীরুতা ও পরহেযগারীতা হযরত বা'যিদ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপর এমন গভীর প্রভাব ফেলল যে, অন্তরে **আল্লাহ**র মুহাব্বাত বৃদ্ধি হয়ে গেল এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও ইবাদত এবং রিয়াজতের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলো। যেহেতু তখন প্রকাশ্যে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ ছিলো না। তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য বাধ্য হয়ে মদীনাতুল আউলিয়া (মুলতানে) যাত্রা করেন। আর সেখানকার নাযিমের কাছে গিয়ে চাকরীর ব্যবস্থা করলেন।(২)

যখন হযরত বা'যিদ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানে অবস্থানের সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছে গেল, তখন

---

(১) (আবয়াতে সুলতান বা'হু, ১ পৃষ্ঠা)
(২) (মানকিবে সুলতানী, ২১ পৃষ্ঠা)

ঐখান থেকে মুলতানের নাযিমকে নির্দেশনা দেয়া হলো যে, তাঁকে পুনরায় দিল্লীতে পাঠিয়ে দিন যাতে নিজের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু হযরত বা'যিদ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আমি দুনিয়াবী ব্যস্ততা ছেড়ে বাকী জীবন **আল্লাহ**র স্মরণে অতিবাহিত করতে চাই। বাদশাহ তাঁর এই আবেদন কবুল করে নিলেন।

প্রসিদ্ধ মুঘল বাদশাহ শাহ জাহান হযরত বা'যিদ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সৈন্য বাহীনির দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার দ্বারা পুরষ্কার স্বরূপ শুর কোর্ট (জিলা ঝং পাঞ্জাব এর চারপাশের বিস্তৃত ও প্রশস্ত এলাকা প্রদান করেন। সুতরাং হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পিতামাতা ঐ স্থানে বসবাস শুরু করে দিলেন।[১]

সৌভাগ্যমণ্ডিত জন্ম

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সৌভাগ্যমণ্ডি জন্ম সোমবার দিন রমযানুল মোবারক মাস ১০৩৯ হিজরি মোতাবেক ১৬৩০ সালে আ'ওয়ান (শুর কোট জিলা ঝং পাঞ্জাব)এ জন্মগ্রহণ করেন।[২]

জন্মের পূর্বে বিলায়াতের সুসংবাদ

সম্মানিত আম্মাজান হযরত বিবি রা'স্তি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا কে হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্মের পূর্বেই ইলহাম

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ২৬ পৃষ্ঠা)
(২) (বা'হু আইনি ইয়া'হু, ১০৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হয়েছিল যে, তাঁর পেটে একজন ওলীয়ে কামেল লালিত পালিত হচ্ছে। সুতরাং তিনি নিজেই বলেছেন: আমাকে অদৃশ্য থেকে এটা বলা হয়েছে যে, আমার গর্ভে যে ছেলে রয়েছে সে জন্মগত **আল্লাহ**র ওলী এবং দুনিয়া বিমুখ হবে।[১]

শিক্ষা ও উপদেশ

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বয়স তখনো কম ছিল যে, তাঁর সম্মানিত আব্বাজানের ইন্তেকাল হয়ে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রাথমিক শিক্ষা ও উপদেশ তাঁর সম্মানিত আম্মাজানের কাছ থেকে সুন্দরভাবে লাভ করেন।

শৈশবের অভ্যাস

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দুধ পান করার সময় যখন রমযানুল মোবারক আসতো তখন দিনের বেলায় সম্মানিত আম্মাজানের দুধ পান করতেন না এবং ইফতারের সময় পান করে নিতেন। শৈশবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিশ্বাসের সাথে সাথে "হু হু" (هو هو) এর আওয়াজ এভাবে বের হতো। যেমনিভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ**র যিকিরে ব্যস্ত রয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো না খেলনা নিয়ে খেলছেন আর না অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধূলায় লিপ্ত হতেন।[২] তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দৃষ্টিকে নত রেখে

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ২৬ পৃষ্ঠা)
(২) (বা'হু আইনি ইয়াহো, ১১০ পৃষ্ঠা)

চলতেন। যদি রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ কোন মুসলমানের উপর দৃষ্টি পড়তো তখন তাদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠতো **আল্লাহ**র শপথ! এটা কোন সাধারণ বাচ্চা নয়। তাঁর চোখের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক আলো রয়েছে, যা সরাসরি অন্তরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। যদি কোন অমুসলিমের উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যেতো এবং সে আপন পূর্বপুরুষের ধর্মকে ছেড়ে দিতো আর কলেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করতো।[১]

হায়! আমরা ও বুযুর্গানে দ্বীনের আদর্শকে অনুসরণ করে দৃষ্টিকে নত রেখে গমনকারী হতে পারতাম। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** কিতাবের ২৫৭ পৃষ্ঠায় **তাজদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দৃষ্টি প্রদানের কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন; যখন **আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন দিকে তাকাতেন তখন পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়ে তাকাতেন, দৃষ্টি মোবারক নত হয়ে থাকতো, পবিত্র দৃষ্টি আসমানের পরিবর্তে অধিকাংশ সময় জমিনের দিকে থাকতো, অধিকাংশ সময় চোখ

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মোবারকের কিনারা দিয়ে দেখতেন।[১] বর্ণনাকৃত হাদীসে শরীফের এই বাক্য "পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়ে তাকাতেন" এর উদ্দেশ্য হলো দৃষ্টি সরাতেন না এবং এই বাক্যটি "দৃষ্টি মোবারক নত হয়ে থাকতো" অর্থাৎ যখন কারো দিকে তাকাতেন তখন আপন দৃষ্টি নত করে নিতেন। অযথা এদিক সেদিক তাকাতেন না। সর্বদা **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি মনোনিবেশে লিপ্ত থাকতেন। তাঁরই স্বরণে লিপ্ত এবং আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতেন[২] এবং এই বাক্যটি "তাঁর দৃষ্টি মোবারক আসমানের পরিবর্তে অধিকাংশ সময় জমিনের দিকে থাকতো" অর্থাৎ এটি তাঁর অত্যধিক লজ্জাশীলতার প্রমাণ বহন করে হাদীসে শরীফে যেটা এভাবে এসেছে; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কথাবার্তা বলার জন্য বসতেন তখন নিজের দৃষ্টি শরীফ অধিকাংশ আসমানের দিকে উঠাতেন।[৩] অর্থাৎ এই দৃষ্টি উঠানো ওহীর অপেক্ষায় হতো তা না হলে দৃষ্টি মোবারক জমিনের দিকে রাখা দৈনন্দিন অভ্যাস ছিলো।[৪]

জিস তরফ উঠ গেয়ী দম মে দম আ গেয়া,
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) (শামায়েলে মুহাম্মদীয়া, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৭)
(২) (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ৫/২৭২)
(৩) (আবু দাউদ, ৪/৩৪২ হাদীস ৪৮৩৭)
(৪) (মাদারিজুন নবুওয়াত, ১/১৮)

www.dawateislami.net

কামেল ওলীর পরিপূর্ণ দৃষ্টি

যখন সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বেলায়তের দৃষ্টি দ্বারা অমুসলিমদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ঘটনা অনেকবার সংগঠিত হয়, তখন স্থানীয় অমুসলিম দের মাঝে অস্তিরতা সৃষ্টি হয়ে গেল। অতএব তারা সবাই হযরত বা'যিদ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাহেবজাদা হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগলো। তাঁর সম্মানিত পিতা জিজ্ঞাসা করলেন: আমার সন্তানের অপরাধ কি? সে তো খুব ছোট, কারো উপর হাত উঠানোর সক্ষম হয়নি। এক ব্যক্তি বলল: যদি হাত উঠাতো তবে তো অনেক ভালো হতো। সম্মানিত আব্বাজান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: অতঃপর অভিযোগ কিসের? তাদের দলনেতা বলল: আপনার সন্তান আমাদের মধ্যে যার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন সেই মুসলমান হয়ে যায়। এ কারণে শুর কোর্ট এর লোকজনের পূর্বপুরুষের ধর্ম আশংকাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। বড়ই আশ্চয্য জনক অভিযোগ ছিল সম্মানিত পিতা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলে উঠলেন: এখন তোমরাই বলো আমি এ অবস্থায় কি করতে পারি? কারো ধর্ম পরিবর্তন করে নেয়ার মধ্যে আমার সন্তানের অপরাধ কি? কিভাবে তাকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখা থেকে বিরত রাখবো? দলনেতা বলল: অপরাধ তো বাচ্চার ধাত্রীর যে তাকে সময়ে অসময়ে বাজারে নিয়ে যায়। আপনার নিকট অনুরোধ হলো;

www.dawateislami.net

আপনি বাচ্চাকে ভ্রমন করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিন। অবশেষে পর্যন্ত হযরত বা'যিদ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কঠোর ভাবে ধাত্রীকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন একটি নিদিষ্ট সময়ে সুলতান বা'হুকে বাইরে নিয়ে যায়। এরপর শহরের অমুসলিমরা এই কাজের জন্য চাকর রাখলো যে, যখন সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন ঘর হতে বের হবেন, তখন বাজার এবং বিভিন্ন গলিতে তাঁর আগমনের সংবাদ পৌঁছে দিবে। সুতরাং যখন চাকররা সংবাদ দিতো তখন অমুসলিমরা তাদের দোকানে ও ঘরে লুকিয়ে যেতো।[১]

প্রিয় নবী ﷺ এর মহান দরবার হতে ফয়েয ও বরকত লাভ

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ছোট বেলায় এক দিন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একবার নূরানী চেহারা বিশিষ্ট বুযুর্গ ঘোড়ায় আরোহন করে তাশরীফ আনেন আর আমার হাত ধরে নিজরে পিছনে বসিয়ে নিলেন। আমি ভয়ে এবং কেঁপে কেঁপে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কে? ইরশাদ করলেন: আমি হলাম হযরত আলী বিন আবি তালিব كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আমি পুনরায় আরয করলাম: আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? বললেন: **প্রিয়া নবী হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশে

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তোমাকে তাঁর দরবারে নিয়ে যাচ্ছি। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়েই দেখি ঐখানে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ ও আসন অলংকৃত করেছেন। আমাকে দেখেই **নবীদের সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন হাত মোবারক দুটোই আমার দিকে বাড়িয়ে দেন আর ইরশাদ করেন: আমার হাত ধরো, অতঃপর হাত মোবারক আমার হাতে রেখে বায়আত গ্রহণ করালেন এবং কলেমার শিক্ষা দিলেন। হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন আমি কলেমায়ে তৈয়্যব لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ পাঠ করলাম, তখন মর্যাদার স্তর সমূহের কোন পর্দা অবশিষ্ট থাকলো না এরপর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমার প্রতি রুহানী দৃষ্টি প্রদান করলেন, যার দ্বারা আমার মধ্যে সত্যবাদীতা এবং স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়। রুহানী দৃষ্টি দেয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এই মজলিশ থেকে বিদায় নিলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমার প্রতি রুহানী দৃষ্টি প্রদান করলেন, যাতে আমার মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠতা ও ফিক্‌রে মদীনার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও সেখান থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর পরে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমার প্রতি রুহানী দৃষ্টি প্রদান করলেন,

www.dawateislami.net

যার দ্বারা আমার মধ্যে লজ্জাশীলতা এবং দানশীলতার নূর সৃষ্টি হয়ে যায়। অতঃপর তিনিও এই নূরানী মজলিশ থেকে বিদায় নেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমার প্রতি রুহানী দৃষ্টি প্রদান করলেন, তখন আমার শরীর ইল্‌ম, সাহসিকতা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা পূর্ন হয়ে গেল। অতঃপর **প্রিয় আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার হাত ধরে খাতুনে জান্নাত হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কাছে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا আমাকে বললেন: তুমি আমার সন্তান। অতঃপর আমি হাসনাইনে কারীমাইনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا পবিত্র কদমে চুম্বন করলাম এবং তাঁদের গোলামীর রশি নিজের গলায় পরিধান করে নিলাম। অতঃপর **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পীরে দস্তগীর হুযুর গাউছে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট সোপর্দ করলেন। হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে **আল্লাহ**র সৃষ্টির পর্থ প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি যা কিছুই দেখেছি নিজের কপালের চোখে দেখেছি।[১]

সা য়েলো! দামান সখী কা থাম লো, কুছ না কুছ ইনআম হো হি জায়েগা।
মুফ্‌লিসো! উন কি গলি মে জা পড়ো, বাগে খুল্‌দ ইকরাম হো হি জা য়েগা।
(হাদায়িকে বখশিশ, ৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) (বা'হু আইনি ইয়াহো, ১১১-১১৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা

হযরত সায়্যিদুনা সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমার সম্মানিত আম্মাজান আমাকে বললেন; যতক্ষণ পর্যন্ত কামেল মুর্শিদের হাতে বায়আত গ্রহণ করবে না, মারেফত অর্জন হবে না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন আমার প্রকাশ্য মুর্শিদের কি প্রয়োজন? আমার মুর্শিদে কামিল তো **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। সম্মানিত আম্মাজান বললেন: পুত্র! প্রকাশ্য মুর্শিদের ও প্রয়োজন। এটা ছাড়া **আল্লাহ পাকের** মারেফত অর্জন করা কঠিন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কামিল মুর্শিদের অনুসন্ধান

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত আম্মাজানের নির্দেশ পালন করার জন্য মুর্শিদে কামিলের অনুসন্ধানে বের হয় এবং রাবী নদীর কিনারায় (ঘাড় বাগদাদ শরীফের একটা এলাকার নাম) পৌঁছলেন। তিনি সেখানে হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়যানের বাহার শুনে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন। হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই কারামত প্রসিদ্ধ ছিল যে, পানির পাত্র হালকা আগুনের উপর সবসময় গরম রাখতেন। যে **আল্লাহ**র

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মারেফত অন্বেষণকারী আসতো তাকে পাত্রের মধ্যে হাত দেয়ার নির্দেশ দিতেন। হাত দিতেই ঐ ব্যক্তি কাশফের অধিকারী হয়ে যেতো। হযরত সুলতান বা'হু رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এই কারামত দেখে নিজের জায়গায় চুপ করে বসে রইলেন। জিজ্ঞাসা করার পর তাঁর আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তখন হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: তবে নিজের হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করাওনি কেন? যদি পাত্রের মধ্যে হাত দিতে তবে লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে। তিনি বললেন: পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশকারীদের অবস্থা আমার জানা আছে এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: ঠিক আছে! এখানে থাকো কিছু দিন সাধনা করো। মসজিদের হাউস পূর্ণ করা এবং মসজিদের উঠান ধোয়ার কাজ করো। পরের দিন হযরত সুলতান বা'হু رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ পানি ভর্তি করার জন্য মশক চাইলেন, তাকে ঐখানের খাদেমরা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থাপন করলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এক মশক পানি ভর্তি করে হাউসে ঢালতেই হাউস পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং মসজিদের উঠান সম্পূর্ণ ধোয়ে ফেললেন। খাদেমরা সমস্ত ঘটনা হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর খেদমতে আরয করলেন, তখন তিনি হযরত সুলতান বা'হু رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নিকট কি দুনিয়াবী কোন সম্পদ আছে? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বললেন: জি, হ্যাঁ! হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ

বললেন: এভাবে মনের একাগ্রতা অর্জিত হতে পারে না। প্রথমে ধন সম্পদ হতে পৃথক হয়ে যাও। এটা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাথে সাথে ঘরের দিকে রাওয়ানা হলেন। ঘরে ওলীয়ায়ে কামেলা সম্মানিত আম্মাজান হযরত বিবি রা'স্তি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا কাশফের মাধ্যমে এই কথা জেনে নেন। সুতরাং তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন: আমার সন্তান দুনিয়াবী ধন সম্পদ হতে নিজেকে বাচাঁনোর জন্য আসছে। তুমি তোমরা অলংকার এবং টাকা পয়সা লুকিয়ে রাখো এবং অন্য কোথাও মাটি চাপা দাও যেন প্রয়োজনের সময় কাজে আসে, তিনি এভাবে করলেন। যখন হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাশরীফ আনলেন এবং সম্মানিত আম্মাজান আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি আরয করলেন: শায়খ দুনিয়াবী ধন সম্পদকে ত্যাগ করা এবং দূরে করার নির্দেশ দিয়েছেন। সম্মানিত আম্মাজান বললেন: যদি কোন ধন সম্পদ থাকে তবে নিয়ে ফেলে দাও। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আমি ঘর হতে সম্পদের গন্ধ পাচ্ছি। সম্মানিত আম্মাজান বললেন: যদি এরকম হয়, তবে বের করে নাও। সুতরাং যে জায়গায় অলংকার ইত্যাদি চাপা দেয়া হয়েছিল তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বের করে নিক্ষেপ করলেন এবং অবসর হয়ে হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে পৌঁছলেন। হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তুমি দুনিয়াবী সম্পদ থেকে তো অবসর হয়েছ, এখন তোমার স্ত্রীদের জন্য কি করবে **আল্লাহ পাকের** হক

www.dawateislami.net

আদায় করবে নাকি স্ত্রীর? গিয়ে তাকে মুক্ত করে দাও যেন তুমি পরিপূর্ণ ভাবে সত্য পথের জন্য তৈরি হয়ে যেতে পারো। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রবল আগ্রহ ও দ্রুততার সাথে ঐ সময় পুনঃরায় ঘরের দিকে ফিরে আসলেন। ঐ দিকে সম্মানিত আম্মাজান পুনরায় জেনে নেন এবং তিনি স্ত্রীকে বললেন: আমার সন্তান তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আসছে। সাবধান হয়ে যাও! আমার পিঠের পিছনে বসে যাও, কখনো যেন **আল্লাহ**র মুহাব্বতের কারণে তোমাদের হকে কোন শরয়ী বাক্য (তালাক) মুখ থেকে বের করে না দেয়। এরই মধ্যে হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘরে প্রবেশ করলেন। সম্মানিত আম্মাজান জিজ্ঞাসা করলেন: বলো বেটা! তুমি কেন এসেছ? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আসার উদ্দেশ্য বললেন: তখন সম্মানিত আম্মাজান (তাঁর স্ত্রীর অনুমতিতে) বললেন: শুন বেটা! এর যা হক রয়েছে, যেমন ভরণ পোষণ ইত্যাদি তোমরা উপর আবশ্যক, ঐসব **আল্লাহ**র সুন্তুষ্টির জন্য সে তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছে। তুমি তার হক আদায় করা থেকে মুক্ত। তুমি **আল্লাহ পাকের** হক আদায় করো এবং তোমার যে হক তাঁর দায়িত্বে রয়েছে তা বরাবর বহাল থাকবে। যদি তুমি মারফতের রাস্তা অতিক্রম করো নাও তবে উত্তম, আর না হলে তোমার তার হকসমূহ আদায় জন্য আসার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে পৌঁছে গেলেন।[১]

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ৫৪ - ৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত আম্মাজানের ঈমানের কেমন আগ্রহ ছিল যে, ইনফিরাদী কৌশিশ করেই আপন আদরের দুলালকে নিজের কাছ থেকে পৃথক করে কামিল মুর্শিদ তালাশ করা এবং **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় সফর করার মনমানসিকতা দিলেন। হায়! আমাদের ইসলামী বোনেরাও এটা থেকে শিক্ষা অর্জন করে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে পরিপূর্ণ সম্পৃক্ত হয়ে খোদাভীরুতা এবং পরহেযগারীতা অবলম্বন করতো।

কামিল মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের জাহেরী ও বাতেনী সংশোধনের জন্য কোন প্রশিক্ষণ দাতার খুবই প্রয়োজন। যেমনিভাবে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: প্রশিক্ষণের উদাহরণ একেবারে এ রকম যেভাবে একজন কৃষক কৃষিকাজের সময় নিজের ফসলের মাঠ হতে অপ্রয়োজনীয় ঘাস এবং গাছের শিখড় উপড়ে ফেলা হয় যাতে সতেজতা এবং ক্রম বিকাশে কমতি না আসে। এভাবে **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় সফরকারী (মুরীদ) এর জন্য শায়খ (অর্থাৎ কামিল মুর্শিদ) থাকা খুবই জরুরী। যিনি তাকে উত্তম পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌছানোর (**আল্লাহ**র মারেফত) জন্য দিক নির্দেশন প্রদান করবে। **আল্লাহ পাক** আম্বিয়া ও রাসূলগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام কে লোকদের নিকট এজন্য প্রেরণ করেছেন যেন তাঁরা লোকদেরকে **তাঁর** (**আল্লাহ**)

www.dawateislami.net

পর্যন্ত পৌছার রাস্তা বলে দেন। কিন্তু যখন **সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ পৃথিবী থেকে পর্দা করেছেন এবং নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর সুউচ্চ মর্যাদাকে খোলাফায়ে রাশেদিন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين প্রতিনিধি হিসাবে কাজ চালিয়ে যান এবং লোকদেরকে সত্য পথের দিক নির্দেশনা দিতে পরিশ্রম ও কৌশিশ অব্যাহত রাখেন।[১] সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পর তাঁদের প্রতিনিধিগণ (আউলিয়া ও ওলামা) এই ফরয কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দিতে থাকবেন।

মাদানী পরামর্শ

যে সকল ইসলামী ভাই কারো মুরীদ হয়নি, তাদের খেদমতে মাদানী পরামর্শ হলো, তারা যেন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে যান। আর যে আগে থেকে কোন পীর সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছে যদি সে চাই তো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট তালিব (শিষ্য) হয়ে নিজের পীর সাহেবের ফয়েয এর সাথে সাথে আমীরে আহলে

(১) (বেটে কো নসীহত, ৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানও অর্জন করতে পারবেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দৃষ্টিপাত ও ফয়েয দ্বারা লাখো মুসলমান বিশেষ করে যুবকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তারা গুনাহ থেকে তাওবা করে কুরআন ও সুন্নাতের পথে জীবন অতিবাহিত করছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুর্শিদে কামিল কিভাবে মিলে গেলো

ধন-সম্পদ হতে পৃথক এবং হক সমূহের ক্ষমার পর হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উপর পরিপূর্ণ রুহানী দৃষ্টি দিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থায় বসে ছিলেন, হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি আপন উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছো? হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: আজ যা কিছু আমার উপর প্রকাশিত হচ্ছে তা আমি ছোট বেলায় অর্জন করে ছিলাম। এটা শুনে হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পরীক্ষা করার জন্য সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং বাতাসে উপর উড়ে উড়ে কোথায় চলে গেলেন। হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও পিছনে পিছনে উড়তে লাগলেন এবং হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে একটি ক্ষেতের কিনারাই বৃদ্ধ লোকের আকৃতিতে পেলেন, যিনি মহিষের জোড়া দ্বারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছোট বিশেষ

পোশাক পরিধান করে অপরিচিত ব্যক্তির আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন: বাবা! আপনি কেন কষ্ট করছেন! আপনি আরাম করুন আমি আপনার পরিবর্তে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে দিচ্ছি। এটা শুনতেই হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের আসল আকৃতিতে ফিরে এলেন। আরেকবার পরিক্ষার জন্য উড়ে কোন শহরে পৌঁছে যান আর সেখানে অপরিচিত মসজিদে ছোট বাচ্চাদেরকে কুরআন মজীদের শিক্ষা দেয়ায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন। হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও পিছনে পিছনে পৌঁছে যান এবং হাতে কায়েদা নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন। যখন কয়েকবার এভাবে যাচাই-বাচাই হয়ে গেল, তখন হযরত শাহ হাবীবুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: যেই নিয়ামতের জন্য তুমি যোগ্য তা আমার কাছে নেই। সুতরাং তুমি আমার শায়খ সায়্যিদুস সাদাত হযরত পীর সৈয়্যদ আবদুর রহমান দেহলবী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে চলে যাও।[১]

বাইয়াত

এমনিভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দিল্লী পৌঁছে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ায় সায়্যিদুস সাদাত হযরত পীর সৈয়্যদ আবদুর রহমান জিলানী দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর ফয়েয ও বরকত দ্বারা ধন্য হন।[২]

---

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

(২) (আবিয়াতে সুলতান বা'হু, ৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মুর্শিদে কামিলের তাঁর আসার ব্যাপারে অগ্রিম অবগত হওয়া

যখন হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে দিল্লীর নিকট পৌঁছেন, তখন সায়্যিদুস সাদাত হযরত পীর সৈয়্যদ আবদুর রহমান জিলানী দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এক মুরীদকে প্রেরণ করলেন যে, অমুক রাস্তায় এই আকৃতির অধিকারী সত্য পথের এক অনুসন্ধানকারী আসছেন, তাকে দ্রুত আমার কাছে নিয়ে আসো। ২৯ যিলকদ ১০৭৮ হিজরি মোতাবেক ১১ মে ১৬৬৮ সালে রোজ জুমা মোবারক হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুস সাদাত পীর আবদুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাত ধরে নির্জন জায়গায় নিয়ে গেলেন। অতঃপর আপন মুরীদে কামেলের উপর **আল্লাহ**র মারেফাতের নূর ও তাজাল্লী বর্ষণ করেন।[১]

মুর্শিদের দরবার হতে প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহ

মুর্শিদে কামিল হতে ফয়েয প্রাপ্ত হওয়ার পর হযরত সুলাতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিদায় নিলেন এবং দিল্লির বাজারে ঘুরতে শুরু করলেন। যে বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তির দিকে আপন রূহানী দৃষ্টি প্রদান করতেন। যার দ্বারা দিল্লির গলি ও বাজারে তিনি

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর প্রসিদ্ধি লাভ করলেন এবং তাঁর আশেপাশে লোকদের ভিড় জমে গেল। যখন এই সংবাদ হযরত সায়্যিদুস সাদাত পীর আবদুর রহমান কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর নিকট এলো, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বললেন: জেনে নাও যে, সে কে এবং কোন বংশ ও সিলসিলার সাথে তাঁর সম্পর্ক? মুরীদ গিয়ে দেখলেন: তখন সহজেই চিনতে পরলেন আর দ্রুত ফিরে এসে আরয করলেন: আপনি আজ যাকে রূহানী ফয়েয দ্বারা ধন্য করেছেন সে ঐ দরবেশ। এটা শুনে হযরত সায়্যিদুস সাদাত পীর আবদুল রহমান কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ব্যথিত হলেন এবং বললেন: তাকে দ্রুত আমার কাছে নিয়ে আসো। যখন হযরত সুলতান বা'হু رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আপন পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি কঠোরভাবে বললেন: আমি তোমাকে বিশেষ নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছি, কিন্তু তুমি তা সাধারণ লোকদের নিকট প্রচার করে যাচ্ছো। হযরত সুলতান বা'হু رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আরয করলেন: হে আমার মুরশিদ! যখন কোন বৃদ্ধা মহিলা রুটি তৈরী করার জন্য বাজার থেকে তাবা ক্রয় করে, তখন তাকে ভালো করে বাজিয়ে দেখে যে, এতে কতটুকু কাজ দিবে! অনুরূপভাবে যখন কেউ ধনুক ক্রয করে তখন সেটাকে টেনে দেখে যে, এর মধ্যে কতটুকু নমনীয়তা রয়েছে! আমিও আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত মহামূল্যবান নেয়ামতকে দেখতে চাচ্ছি যে, এই নেয়ামত কেমন এবং কতো বড়! আপনিই তো বলেছিলেন: এটি পরীক্ষা করো ফয়েযকে

ব্যাপক প্রচার করো। এরপর আপন পীর ও মুর্শীদ হতে আরো অনেক দয়া এবং ফয়েয ও বরকত অর্জন করেন, আর তাঁর মুহাব্বত ও দয়া লাভ করে বিদায় নেন।(১)

দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে সফর

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জীবনের অধিকাংশ সময় সফর ও ভ্রমনের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তিনি অধিকাংশ সময় মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান, ডেরা গাজী খাঁন, ডেরা ইসমাঈল খাঁন, চুলিস্তান, ওয়াদী সুন সাকীসর (জিলা হুশার) এবং কোহিস্তানে নমক এলাকায় সফর করে **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির নিকট ওয়াজ ও নসীহত, হিকমত ও মারেফতের প্রচার করতে থাকেন। দিল্লির সফরে তাঁর সাথে মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁর কাছে বাইয়াত হওয়ার আবেদন করেন, তখন তিনি বলেন: তোমার নিকট ফয়েয পৌঁছে থাকবে এর চেয়ে বেশি সম্পর্ক আমার সাথে রেখো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আওরঙ্গজেব আলমগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্য "আওরঙ্গ শাহী" নামক একটি রিসালা লিখে পুণরায় দিল্লি ফিরে আসেন।(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ৫৯ পৃষ্ঠা)
(২) (আবিয়াতে সুলতান বা'হু, ২য় পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অধিক কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ঐ সত্তা হতে সময়ে সময়ে এমন পরিপূর্ণতা ও কারামত প্রকাশিত হতে থাকে, যেগুলো দেখে মানুষের বিবেক হতবাক হয়ে যায়। আর আজও শ্রবণকারীদের মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে سُبْحٰنَ اللهِ উচ্চ আওয়াজ বের হতে থাকে। আসুন! আমরাও বরকত অর্জনের জন্য হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিছু কারামত শ্রবণ করি।

﴾১﴿ মাটি স্বর্ণে পরিণত হলো

তাহসীল শুর কোর্ট (জেলা ঝং, পাঞ্জাব) হতে কিছু মাইল দূরে কোন এলাকায় এক বংশীয় ধনী দরিদ্র হয়ে গেল। সে এক স্থানীয় বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে অভাব ও অনটনের কথা বলতে গিয়ে নিজের অবস্থা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেন: হুযুর! এখন তো অধিকাংশ সময় উপবাস ঘিরে রেখেছে, ঘরের দরজায় ঋণ দাতারা ভিড় থাকে। অভাবের কারণে সন্তানের বিবাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার চাহিদা পূরণ করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বুঝতে পারছি না কি করবো? কোথায় যাবো? ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "চনাব" নদীর নিকটবর্তী শুর কোর্ট যাও, সেখানে সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট আপন সমস্যার কথা বলো। যখন ঐ ব্যক্তির আশার আলো দৃষ্টি গোছর হলো, তখন সে নিজের কিছু বন্ধুকে সাথে নিয়ে সফর করে শুর কোর্ট পৌঁছলো। হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

এই সময় নিজের ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করছিলেন, এটা দেখে ঐ ব্যক্তি খুব হতাশ হলো এবং চিন্তা করতে লাগলো, যে ব্যক্তি নিজে অভাবের শিকার এবং চাষাবাদ করে নিজের জীবন অতিবাহিত করে থাকে, সে আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে? এটা চিন্তা করে ফিরে যেতেই কে যেন তার নাম ধরে ডাক দিলো। সে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, এখানে তো আমি অপরিচিত ব্যক্তি, আমাকে আমার নাম দরে ডাক দিলো কে? ফিরে দেখলো যে, হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে ডাকছিলেন। যখন সে এ ঘটনা দেখলো, তখন অন্তরে আশা সৃষ্টি হলো এবং সাথে সাথেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে আদবের সাথে উপস্থিত হয়ে গেলো। হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তুমি কষ্ট করে এতো দূর থেকে সফর করে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ না করেই চলে যাচ্ছো? সে কান্না করতে করতে নিজের অভাবের কথা শুনান। হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ সময় মাটির একটি ঢেলা উঠালেন এবং জমির উপর নিক্ষেপ করলেন। যখন ঐ ব্যক্তি জমির উপর দৃষ্টি দিলেন, তখন এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, ক্ষেতে পতিত সকল মাটির ঢেলা এবং পাথর স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায়। ওলীয়ে কামেল হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই অমুখাপেক্ষিতা সহকারে বললেন: নিজের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী স্বর্ণ নাও। অতএব ধনী ব্যক্তি এবং তার বন্ধুরা তাদের ঘোড়ার উপর যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ উঠাল, আর হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বিদায় নেন।[১]

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ৬৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

﴾২﴿ অন্তরের অবস্থা জেনে গেলেন

মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এক উজিরের হাতে হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে স্বর্ণমূদ্রার দুইটি থলে প্রেরণ করলেন। ঐ সময় তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কূপের পাশে বসে ক্ষেতে পানি দিচ্ছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থলে দুইটি কূপে নিক্ষেপ করলেন। উজিরের নিকট বড়ই আশ্চর্য মনে হলো এবং তার অন্তরের মধ্যে ইচ্ছা জাগলো যে, হায়! এই স্বর্ণমূদ্রার থলে যদি আমি পেতাম! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার মনের অবস্থা জেনে গেলেন এবং যখন কূপের দিকে দৃষ্টি দিলেন, সেটা থেকে পানির পরিবর্তে স্বর্ণমূদ্রা কূপ থেকে বের হতে লাগলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কারামত দেখে উজির তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কদমে পড়ে গেলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পূনরায় তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃত মুহাব্বতের সূধা পান করালেন, আর তাকে স্বর্ণমূদ্রার থলে দুইটি তার হস্তগত করে দিলেন।[১]

﴾৩﴿ সত্য পথ দেখিয়ে দিলেন

একবার হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রাজপথে শয়ন করছিলেন, অমুসলিমদের একটি দল পথ অতিক্রম করছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন করে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে উপহাস

(১) (বা'হু আয়নে ইয়া'হু, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

করে লাথি দিয়ে বললো: আমাকে রাস্তা বলে দাও। তিনি উঠতেই বললেন: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখ হতে কলেমায়ে তৈয়্যবা বের হতেই অমুসলিমদের সম্পূর্ণ দল কলেমা পাঠ করে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করল।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনি খেদমত

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সারাটা জীবন **আল্লাহ**র সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন। নিজের দয়া ও পরিপূর্ণতা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও হিদায়াত দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। লাখো বিভ্রান্ত মানুষকে সৎ পথ দেখিয়েছেন। নিজের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সূফীয়ানা কালাম দ্বারা ইশ্‌ক ও মুহাব্বতের এরকম ফুল ফুটিয়েছেন যে, সেগুলোর সুগন্ধ আজও ছড়াচ্ছে। মানুষের অন্তরে বাস্তবিক মুহাব্বতের এ রকম প্রদীপ জ্বালিয়েছেন, আজ পর্যন্ত মানুষ তা থেকে উপকৃত হতেই চলেছে। মৃত অন্তরকে জাগ্রত করা, বদনসীব ব্যক্তিদের প্রতি স্নেহের হাত বুলানো, অসংখ্য মানুষকে আপন গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজেই বলেছেন: এই ফকির লাখো বরং অসংখ্য অন্বেষণকারীকে **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছিয়েছি, যাদের অবস্থা সম্পর্কে কারো জানা নেই।(২)

---

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ৬০ পৃষ্ঠা)

(২) (মানাকিবে সুলতানী, ৫০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তাঁর রচনাবলি

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সূফীবাদের ধরণ একেবারে অনন্য ও আলাদা এবং মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সূফীবাদের উপর প্রায় একশত চল্লিশটি কিতাব রচনা করেন। কিন্তু তা থেকে শুধু ত্রিশটি এরকম ছিল যা ছাপানো হয়েছে। এই সময় যে আসল কিতাব বা অনুবাদ হয়ে প্রিন্ট করা হয়েছে তার মধ্য হতে কিছু কিতাবের নাম হলো; আকলে বায়দার, আ'বিয়াতে (কাব্য) সুলতান বা'হু, আইনুল ফকর, মিফতাহুল আরেফীন, মুহাব্বাতে আসরার, আইনুল আরেফীন, শামসুল আরেফীন, কানযুল আসরার। এর মধ্যে পাঞ্জাবী "আবিয়াত" (কাব্য) এর সবচেয়ে বেশি সুনাম রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ফারসী রচনাবলির অনুবাদ বা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় দৃষ্টি গোছর হয়নি, তার প্রসিদ্ধির কারণ একজন সূফী সাহিত্যিক হিসাবে ছিলো।[১]

বরকত অর্জনের জন্য আবিয়াতে সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কবিতার অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো;

ایمان سلامت ہر کوئی مَنگے　　عشق سَلامت کوئی ہُو
ایمان مَنگَن شَرماوَن عِشقوں　　دِل نُوں غیرت ہوئی ہُو

অনুবাদ: প্রত্যেকেই ঈমানের নিরাপত্তা চাই কিন্তু ইশ্‌কের নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী কেউ কেউ হয়ে থাকে। ঈমান চাই কিন্তু

(১) (আবিয়াতে সুলতান বা'হু, ২-৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইশ্‌ক এড়িয়ে চলে এটা দেখে আমার অন্তরের আত্ম-সম্মানবোধ জেগে উঠে।[১]

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক যে, সে ঈমানের স্তর বৃদ্ধি করতে পরিশ্রম করতে থাকবে, কিন্তু ঈমানের শেষ স্তরে এমন একটি পর্যায় চলে আসে যেটাকে সূফীয়ায়ে কিরাম ইশ্‌কে ইলাহী বলে থাকে। এই পর্যায়ে পা রাখতেই মানুষ আতঙ্কিত হয়। কেননা, এখানে প্রত্যেক প্রকারের বিচক্ষণতা নিজেই নিজেকে পৃথক করে দিতে হয় এবং কোন সমাধান মূলক স্তরের সম্মূখীন হলে তখন **আল্লাহ পাকের** জন্য মাথা ও শরীরের বাজি ধরতে হয়। যেন ইশ্‌কে ইলাহী এমন স্তর যেখানে মাওলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। মানুষকে সব ধরণের আশংকা থেকে বেপরোয়া করে দেয়, কিন্তু এই পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি পৌঁছতে পারে না। নির্বাচিত ব্যক্তিদের ছোট একটি সংখ্যা এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এজন্য তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তি তো ঈমানের নিরাপত্তা চায়, কিন্তু ইশ্‌কে ইলাহীর নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী দেখা যায় না। কেননা, তার জানা আছে যে, ইশ্‌কের মধ্যে প্রাণ বাজী রাখতে হবে, আর যেহেতু বাস্তবিক সূফীগণ ইশ্‌কের গুরুত্ব ও মূল্য এবং শক্তি ও সামর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। সুতরাং যখন সাধারণ মুমিনের কম সাহস এবং ইতস্ততবোধ দেখা যায়, তখন প্রবল আত্মমর্যাদাবোধের কারণে ইশ্‌কের সীমায় প্রবেশ

(১) (আবিয়াতে সুলতান বা'হু, ৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

করে থাকেন। আর তার সকল শর্ত কবুল করে ইশ্‌কে ইলাহীতে জীবন অতিবাহিত করে দেন। অতঃপর এই ইশ্‌ক তার জীবনের পূঁজি হয়ে যায়।[১]

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী

(১) সঠিক পথে গমনকারীদের জন্য কিছু কথা জানা আবশ্যক; (ক) রাতে একাকী থেকে **আল্লাহ**র স্মরণে ব্যস্ত থাকুন, (খ) **আল্লাহ পাকের** সত্তার প্রতি মুহাব্বত ও আন্তরিকতা রাখুন, (গ) প্রত্যেক রাতকে কবরের রাত মনে করবে। কেননা, কবরে **আল্লাহ পাকের** দয়ার ছাড়া আর কোন সাথী ও বন্ধু থাকবে না। (ঘ) যখন সূর্য উদয় হবে এবং লোকজন জাগ্রত হবে, তখন তাকে কিয়ামতের দিন মনে করো যে, কবর থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, (ঙ) প্রত্যেক দিন নিজের জন্য কিয়ামতের দিন মনে করো এবং প্রত্যেক দিনের মন্দ আমলের হিসাবের মাধ্যমে অতিবাহিত করো।[২]

(২) মুর্শিদে কামিল আপন মুরিদকে বাতেনী বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। এই বাস্তবতাকে বোকা এবং কলুষিত অন্তরের অধিকারীরা কিভাবে বুঝতে পারবে, যদিও তারা সারা জীবন জ্ঞান

(১) (আবিয়াতে সুলতান বা'হু, ৫৪ পৃষ্ঠা)
(২) (মানাকিবে সুলতানী, ২৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চর্চা করে থাকে।[১]

(৩) যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে এটা আরয করে: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমর ফরিয়াদ কবুল করুন। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সময় উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ দ্বারা ধন্য করেন, আর প্রার্থনাকারী তাঁর কদম মোবারকের ধূলাকে সুরমা বানিয়ে নেয়। কিন্তু অবিশ্বাস ও আন্তরিকতা ছাড়া যদি দিন রাতও নফল সমূহ আদায় করে তবুও পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকবে।[২]

(৪) যে ব্যক্তি **হায়াতুন নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মানে না বরং মৃত মনে করে, তার চেহারা মলিন হবে এবং সে উভয় জগতে কালো চেহারার অধিকারী হবে। আর অবশ্যই অবশ্যই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে।[৩]

তু যিন্দাহে ওয়াল্লাহ! তু যিন্দাহে ওয়াল্লাহ!
মেরে চশমে আলম ছে চুপ জানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) (আকল বায়দার, ২৯৮ পৃষ্ঠা)
(২) (আকল বয়দার, ২৯৮ পৃষ্ঠা)
(৩) (আকল বয়দার, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তাঁর খলিফাগণ

তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু খলিফার নাম হলো; (১) হযরত সায়্যিদ মূসা শাহ গিলানী আল মারুফ হযরত মুসান শাহ (লু'মুসান শাহ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু) (২) হযরত মুল্লা মায়ালী মায়ছবী (আখিওয়ান্ড মায়ালী কড়ক জিলা শীব্বী) (৩) হযরত সুলতান নূরঙ্গ কিতরান (কাসাবা ওয়াহু ওয়া জিলা বাহাওয়ালপুর) (৪) হযরত সুলতান হামীদ (দামনচৌল জিলা ভাক্কার) (৫) হযরত সুলতান ওলী মুহাম্মদ (আহমদপুর শরকীয়াহ জিলা বাহাওয়ালপুর) رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ।

তাঁর সহধর্মীনী ও সন্তান সন্ততি

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৪টি বিবাহ করেছেন, যাদের থেকে ৮ জন পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সবাইকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করেন।

তাঁর সাজ্জাদানশীন

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বড় ছেলে হযরত সুলতান ওলী মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রথম সাজ্জাদানশীন হন এবং এখনো পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা তাঁর সন্তানদের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে।[১]

(১) (বা'হু আইনি ইয়াহু, ১২৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইন্তিকাল ও দাফন

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৬৩ বছর এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে দ্বীন ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপক প্রসার করেছেন এবং মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর যুগে ১ জুমাদিউল আখির ১১০২ হিজরি মোতাবেক ২ মার্চ ১৬৯১ সালে জুমার রাতের সুবহে সাদিকের সময় **আল্লাহ পাকের** আহ্বানে লব্বায়িক বলে সাড়া দিয়ে পরকালের উদ্দেশ্যে সফর করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রথম মাযার মোবারক চণাব নদীর পশ্চিম কোণায় অবস্থিত। কাহারগান দূর্গ হতে কিছু দূরত্বে ছিল যার চারপাশে পাকা দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

ইন্তিকালের পরও শরীর ও কাফন নিরাপদ

প্রায় ৭৭ বছর পর ১১৭৯ হিজরিতে চণার নদীর প্রবল বন্যা চলে আসে, পানি মাযার শরীফে পৌঁছার উপক্রম হচ্ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নে আপন সাজ্জাদানশীনকে আদেশ দিলেন যে, আমাকে অন্য কোন জায়গায় স্থানান্তর করে দাও। পরের দিন মুরিদগণ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শরীরকে স্থানান্তর করার জন্য মাটি খনন শুরু করলো, কিন্তু শরীর মোবারক পেলো না। মুরীদগণ বড়ই পেরেশান হলেন। পরের রাতে আবার সাজ্জাদানশীনকে বললেন: কাল সকালে এক পর্দা আবৃত সবুজ পোশাক পরিহিত বুযুর্গ আসবে এবং কবরের চিহ্ন দেখিয়ে দিবেন। সুতরাং পরের

www.dawateislami.net

দিন সবুজ পোশাক পরিহিত বুযুর্গ আগমন করেন এবং কবর মোবারকের চিহ্ন দেখিয়ে দেন। হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন, যখন শরীর মোবারক বাইরে বের করলেন, তখন সবাই দেখলেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শরীর ও কাফন মোবারক সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে। বাতাসে কয়েক মাইল পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে, দাঁড়ি মোবারক হতে পানির ফোঁটা ঝরছে এবং এটা মনে হচ্ছে যে, যেন এখনই শয়ন করেছেন।[১] এই ঘটনার প্রায় ১৫৮ বছর পর ১৩৩৬ হিজরি মোতাবেক ১৯১৮ সালে আরেকবার চুণাব নদীতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল এবং পানি বৃদ্ধি পেয়ে মাযার মোবারকের চরিদিকে স্পর্শ করতে লাগলো। সুতরাং তাঁর শরীর মোবারককে ৩য় জায়গায় স্থানান্তর করতে হয়। ঐ সময়ও তাঁর শরীর ও কাফন মোবারক সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল।

মাযার মোবারকের কার্য সমাপ্তি ও সাজসজ্জা

মাযার মোবারকের কার্য সমাপ্তি এবং সাজসজ্জার কাজ হযরত হাজী মুহাম্মদ আমীর সুলতান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আমলে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন থেকে এখনো পর্যন্ত সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযার মোবারক কাসাবা দরবার শরীফে তাহসীল শুরকোর্ট ঝং) জনসাধারণ বিশেষ লোকদের যিয়ারতগাহ আশ্রয়স্থল হলো সুলতান বা'হুর দরবার। যেখানে হাজারো মুহাব্বতকারীরা আপন মাথা ঝুকিয়ে থাকে এবং

(১) (মানাকিবে সুলতানী, ৭৬, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বিভিন্ন আশা পূরণ করে নিজের খালি ঝুলি পরিপূর্ণ করে নেয়।[১]

ইন্তিকালের পর কারামত প্রকাশ

হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাযার মোবারকের দরজায় এক কুল গাছ ছিল, যার দ্বারা যিয়ারতকারীদের কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আদবের কারণে তাকে কাটা হতো না। একদিন এক অন্ধ ব্যক্তি মাযার মোবারকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগমন করেন, তখন তার কপাল গাছের সাথে ধাক্কা লেগে আহত হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো মাযারের খাদেম তাকে সান্তনা দেন এবং ঔষধের ব্যবস্থা করে দেন। আর সকলের পরামর্শক্রমে পরের দিন ঐ গাছকে কাটার ইচ্ছা পোষণ করেন, যাতে আগমনকারীদের কোন প্রকার কষ্ট না হয়। হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক খলিফা মুহাম্মদ সিদ্দিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও ঐ পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। যখন রাত হলো তখন স্বপ্নে হযরত সুলতান বা'হু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর যিয়ারত লাভে ধন্য হন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: হে মুহাম্মদ সিদ্দিক! আমার দরজার গাছকে কেন কাটবে? সে নিজেই এখান থেকে দূরে চলে যাবে। সকালে দেখলো যে, বাস্তবিকই ঐ গাছটি আপনস্থান হতে দশ পনেরো হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) (আবিয়াতে সুলতান বা'হু, ৩ পৃষ্ঠা)
(২) (মানাকিবে সুলতানী, ২১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	প্রকাশনা
১	সহীহ মুসলিম	দারুল মুগনী বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
২	সুনানে আবু দাউদ	দারে ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী বৈরুত ১৪২১হিঃ
৩	মাজমাউয যাওয়ায়িদ	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪২০হিঃ
৪	শায়ায়েলে মুহাম্মদীয়া	দারে ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী বৈরুত
৫	আল মাওযাহিবুল লাদুন্নিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৬হিঃ
৬	মাদারিজুন নবুওয়াত	যিয়াউল কুরআন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর ২০০৪ইং
৭	বাহজাতুল আসরার	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২৩হিঃ
৮	মানাকিবে সুলতানী	সাব্বির ব্রাদাস, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর ১৪২৭হিঃ
৯	বা'হু আইনি ইয়া'হু	সাব্বির ব্রাদাস, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর ২০১০ইং
১০	আবিয়াতে সুলতান বা'হু	যাওয়িইয়া পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
১১	আকল বায়দার	পরগেসু বখস মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
১২	বেটে কো নসীহত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩১হিঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

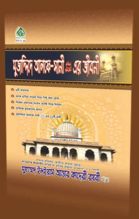

মাকতাবাতুল মদীনা
MAKTABA TUL MADINAH

ISBN 978-969-631-309-0
0125063

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net